সড়ক দুর্ঘটনা ধারাবাহিকভাবে কমছে: সেতুমন্ত্রী

সড়ক মন্ত্রী শেখ রবিউল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

দেশে সড়ক দুর্ঘটনার হার আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় কমে আসছে বলে দাবি করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। দুর্ঘটনা আরও কমাতে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে বলেও জানান তিনি।

শনিবার (৮ আগস্ট) বিকেলে বগুড়ায় শাহ ফতেহ আলী সেতু উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে সরকারের উদ্যোগের কথা তুলে ধরে শেখ রবিউল আলম বলেন, স্পিড ম্যানেজমেন্ট, নিরাপদ সড়ক আইন বাস্তবায়ন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ চলছে। বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ এবং সহযোগিতায় এসব কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

দুর্ঘটনা প্রতিরোধে চালকদের সক্ষমতা ও যানবাহনের মান নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। চালকদের ফিটনেস পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, চালকদের সচেতনতা, দক্ষতা এবং ফিটনেসযুক্ত যানবাহন নিশ্চিত করা জরুরি। দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনা ও তদারকির ঘাটতি দূর করতেও সরকার কাজ করছে।

ড্রাইভিং পেশায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ঘাটতির বিষয়টি তুলে ধরে তিনি বলেন, অনেক চালক সহকারী হিসেবে কাজ করতে করতেই বাস বা ট্রাক চালানো শিখেছেন। তাই লাইসেন্স দেওয়ার আগে চালকদের পরীক্ষা ও যথাযথ প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হচ্ছে। এর মাধ্যমে চালকের মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করা হবে।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি সড়ক দুর্ঘটনাকে অনাকাঙ্ক্ষিত উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এসব ঘটনা দুঃখজনক হলেও সামগ্রিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা আগের তুলনায় নিশ্চিতভাবেই কমছে এবং এই প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

এদিন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বগুড়া শহরের চেলোপাড়ায় করতোয়া নদীর ওপর নির্মিত নতুন শাহ ফতেহ আলী সেতুর উদ্বোধন করেন শেখ রবিউল আলম। প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুটির আনুষ্ঠানিক ফলক উন্মোচন করেন তিনি।

মন্ত্রী জানান, প্রায় ৬৮ মিটার দীর্ঘ সেতুটিতে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা ও অস্থায়ী দোকানপাট প্রতিরোধে আলাদা লেন রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে আলোকসজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধনের মাধ্যমে এলাকাটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনাও রয়েছে।

সড়ক বিভাগ সূত্র জানায়, করতোয়া নদীর ওপর পুরোনো সেতুটি ১৯৬২ সালে ২০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। ২১৩ ফুট দীর্ঘ ওই সেতুটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় ২০১৮ সালে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয় এবং ভারী যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরে ২০২৩ সালের মে মাসে প্রায় ২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নতুন সেতুর নির্মাণকাজ শুরু হয়। নতুন সেতুটির দৈর্ঘ্য ২২৬ ফুট এবং প্রস্থ ৪০ ফুট। দুই পাশে আট ফুট করে ফুটপাত এবং মাঝখানে ২৪ ফুট প্রশস্ত সড়ক রয়েছে। সেতুটি চালু হওয়ায় সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, গাবতলী ও ধুনট উপজেলার মানুষের জেলা শহরে যাতায়াত এবং কৃষিপণ্য পরিবহন সহজ হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

সেতু উদ্বোধনের পর সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) বগুড়া সড়ক জোনেরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। নতুন জোনটির আওতায় বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জ জেলার সড়ক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালিত হবে। এর ফলে প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে রংপুরে যাতায়াতের প্রয়োজনীয়তা ও দুর্ভোগ কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পরে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমকে সঙ্গে নিয়ে সওজ সড়ক ভবন প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন শেখ রবিউল আলম।

দিনের শেষ কর্মসূচিতে শাকপালা পার্কের আধুনিকায়ন ও পুনর্গঠন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। এ সময় মন্ত্রী বলেন, মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। সেই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই পার্কটির উন্নয়নকাজ শুরু করা হচ্ছে।